জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
Water Year 2003
মে ২০০৩ May 2003
Volume-XV No. V ১৫শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

তথ্য সমাজ

বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন আহবানের প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছে?

সমাজের ভিত্তি হিসেবে শিল্পের স্থানে তথ্যের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। তথ্য বিপ্লব প্রভাবিত করছে মানুষের জীবন, শিক্ষা ও কাজের ধারা এবং সুশীল সমাজের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ককে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটা শক্তিশালী হাতিয়ার হলো তথ্য এবং এই শীর্ষ সম্মেলন ডিজিটাল ও জ্ঞানের মধ্যেকার ব্যবধান বিদূরণে সক্রিয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সবার জন্য একটা অনবদ্য সুযোগ সৃষ্টি করবে। জেনেভায় শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম পর্যায়ে বিকাশমান তথ্য সমাজের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, বিশেষ করে বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কে প্রবেশের ক্ষেত্রে 'বিত্তবান' ও 'বিত্তহীনদের' মধ্যে বিদ্যমান

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) কর্তৃক ১৯৯৮ সালে গৃহীত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনের ধারণাটি বাস্তবে রূপ নেয়। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকবে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান। ২০০১ সালে ITU এই সম্মেলন অনুষ্ঠানকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে–প্রথম পর্যায়ে ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০০৩ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০০৫ সালে তিউনিসায়ার তিউনিসে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৬/১৮৩ প্রস্তাবে ITU-এর সম্মেলন সংক্রান্ত কাঠামাকে সমর্থন দেয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের সমর্থনে ITU-কে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানায়। এই প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয় যে, সম্মেলন প্রস্তুতিতে জাতিসংঘের সকল সংস্থা, অন্যান্য আন্তঃসরকারি সংগঠন, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবে ও স্বীয় ভূমিকা পালন করবে।

বিশ্ব তথ্য শীর্ষ সম্মেলন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে তথ্য সমাজের একটি অভিন্ন প্রত্যাশা ও সমঝোতা গড়ে তোলা ও তা বাস্তবায়নের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও স্বার্থসংশ্লিষ্টের জন্য এক অনবদ্য সুযোগ সৃষ্টি করবে।

ব্যবধান হ্রাসের উপায় চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সরকার, প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের সকল খাতের বাস্তবায়নের জন্য একটি নীতিমালা ঘোষণা ও একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তিউনিসিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রতিপাদ্য হবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় এবং এ পর্যায়ে অর্জিত অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং আরো একটি জরুরি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

ডিজিটাল ও জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান কোথায়?

এই দুটি শব্দের মাধ্যমে আমাদের গ্রহে প্রযুক্তি-নির্ভর ও প্রযুক্তিবিহীন সমাজের মধ্যে ব্যবধান বুঝানো হয়েছে এবং এসব সমাজের ভেতরে ও সমাজের মধ্যে তথ্যের অভাব তুলে ধরা হয়েছে। ডিজিটাল ও জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধানের বৃহত্তম অংশ হলো উন্নয়নশীল বিশ্ব ও উত্তরণশীল অর্থনীতি। বিশ্বে টেলি ঘনত্বে যখন উন্নতি এবং ২০০১ সালে প্রতি ১০০ জনে টেলিফোন লাইনের সংখ্যা ১টি ছাড়িয়ে গেছে, তখন বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধাপ্রাপ্ত ও সুবিধাবিহীন লোকের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে।

তথ্য সমাজ কি আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে?

আমাদের মধ্যে এক নতুন নেটওয়ার্ক সংবলিত অর্থনীতি ও এক জ্ঞানভিত্তিক তথ্য সমাজের আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষের জীবন, শিক্ষা, কাজ ও পরস্পরের সম্পর্কের ধারায় অপরিবর্তনীয়ভাবে পরিবর্তন ঘটছে।

তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কি?

তথ্য ও ধারণার অবাধ প্রবাহ জ্ঞানের বিপুল বিকাশ ও তার অগণিত নতুন নতুন প্রয়োগ ঘটাচ্ছে। ফলে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং সম্পর্ক রূপান্তরিত হচ্ছে।

তবু বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই

বিপ্লবের স্পর্শের বাইরে রয়ে গেছে। এই 'ডিজিটাল ব্যবধান' ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর ভেতর এবং এসব দেশের মধ্যে ইতোমধ্যেই বিদ্যমান উন্নয়ন ব্যবধান বৃদ্ধির হুমকি সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিকাশমান জ্ঞানভিত্তিক তথ্য সমাজে পুরোপুরি অংশগ্রহণের সুযোগ না পেলে এই বিপ্লবের সুফল তারা ভোগ করতে পারবে না।

তথ্য কিভাবে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

ডিজিটাল বিপ্লব সীমান্তবিহীন সাইবার স্পেসে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মিথস্ক্রিয়া এবং নতুন নতুন সমাজের বিকাশ ঘটাচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিপ্লবের দ্রুত প্রসার ও প্রতিটি জীবনকে স্পর্শ করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা গত শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের ছিল না।

এই বিপ্লবের মর্মমূলে রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষমতা, যা বিশ্বের যে-কোনো স্থানের মানুষকে নিরলসভাবে তথ্য ও জ্ঞানের সুযোগ লাভের পথ করে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

'ডিজিটাল ব্যবধান' তথ্যসমৃদ্ধ ও তথ্যবিহীন দরিদ্র লোকদের মধ্যে একটা জ্ঞান ব্যবধান রচনা করেছে, যা নতুন ধরনের নিরক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। 'ডিজিটাল ব্যবধান' তথ্য ও জ্ঞানের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ও সম্পদ বণ্টনের সুযোগকে সীমিত করে। আইসিটি ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। এসব নেটওয়ার্কের ক্ষমতা হলো বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের একসূত্রে গ্রথিত করার সামর্থ্য। বণিক ও উদ্যোক্তারা জাতীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বভিত্তিতে তাদের ব্যবসার প্রসারের মাধ্যমে যে সুযোগ সৃষ্টি হয় তার মধ্য দিয়ে আইসিটি থেকে উপকৃত হয়। এছাড়া আইসিটি আরো কার্যকরভাবে মৌলিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবাদানের সুযোগ সৃষ্টি করে; কারণ লোকে তাদের সমাজ থেকেই

সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

তথ্য সমাজের প্রতিশ্রুতি কি?

আমাদের যোগাযোগ এবং তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল বিশ্ববাসীর জন্য একটি অধিক শান্তিপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় বিশ্বের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। তবে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিকাশমান জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজে পুরোপুরি অংশগ্রহণের সুযোগ না পেলে তথ্য বিপ্লবের সুফল তারা ভোগ করতে পারবে না।

কাদের সুযোগ পাওয়া উচিত?

পল্লী এলাকাবাসী ও প্রতিবন্ধীসহ সকলেরই জ্ঞান ও তথ্যের সুযোগ সহজলভ্য হতে হবে। কোণঠাসা, বেকার, কম সুবিধাপ্রাপ্ত, ভোটাধিকারবঞ্চিত, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও বিশেষ প্রয়োজন আছে এমন লোকদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

তথ্য সমাজের ভিত্তির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ কি হওয়া উচিত?

একটি সত্যিকার সর্বব্যাপী বিশ্ব তথ্য সমাজের ভিত্তি হলো সমতার সর্বজনীন মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, সংহতি, পারস্পরিক সহনশীলতা, মানবিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, পরিবেশ রক্ষা ও ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা।

শীর্ষ সম্মেলনে কি তথ্য সমাজের সর্বজনীন প্রত্যাশা পূরণের মতো কিছু গৃহীত হবে?

বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে তথ্য সমাজের একটি অভিন্ন প্রত্যাশা ও সমঝোতা গড়ে তোলা ও তা বাস্তবায়নের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সফল গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্টের জন্য এক অনবদ্য সুযোগ গড়ে তুলবে।

world summit
on the information socierty
Geneva 2003-Tunis 2005

সম্মেলনের উদ্দেশ্য

শীর্ষ সম্মেলন কিভাবে তথ্য সমাজকে একটি আরো বেশি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে?

জাতিসংঘের বিশ্বাস, ডব্লুএসআইএস-এর সময় ও কাঠামো বিশ্ব নেতৃবৃন্দের জন্য ডিজিটাল বিপ্লবকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত করার সুযোগ দেবে। এ ক্ষেত্রগুলো হলো উন্নয়ন, নীতি ও বিষয়। এ লক্ষ্যে ডব্লুএসআইএস-কে একটি সর্বব্যাপী বিশ্ব তথ্য সমাজের প্রত্যাশা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে হবে, যে সমাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ভেদাভেদ নির্বিশেষে সকল মানুষের অবাধে তথ্য ও জ্ঞান সৃজন, বিনিময় ও ব্যবহারের ক্ষমতা থাকবে।

শীর্ষ সম্মেলনে কি কেবল কথাবার্তাই হবে, কোনো কাজ হবে না?

শীর্ষ সম্মেলন দু'পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো প্রথম পর্যায়ে যেসব কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের আগে সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

জেনেভা (২০০৩) ও তিউনিস (২০০৫) থেকে কি ফল প্রত্যাশা করা হচ্ছে?

শীর্ষ সম্মেলন (২০০৩) একটি ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এতে ব্যাপক সুস্পষ্ট প্রতিপাদ্য বিষয় থাকবে, যা সুনির্দিষ্ট আলোচনা ও পরিকল্পনার সুযোগ দেবে।

জেনেভার ২০০৩ সালের ১৭ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি কমিটি-২-এর বৈঠকে ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার কার্যদলিল প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৩ সালের ১৫ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য প্রস্তুতি কমিটি-৩ এর বৈঠকে আরো পরিমার্জন ও আলোচনা করা হবে। ডিসেম্বরে জেনেভার সম্মেলনের প্রথম পর্যায়ে চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, যাতে তিউনিসিয়ায় অনুষ্ঠেয় সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আগে এর বাস্তবায়ন করা যায়। তিউনিসিয়ায় সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রতিপাদ্য হবে মূল বিষয় এবং এতে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও আরেকটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

কি ধরনের কার্যক্রম গৃহীত হতে পারে?

খসড়া কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহের মধ্যে সকল দেশের জন্য জাতীয় ই-কৌশল গড়ে তোলা, 'বিশ্ব ডিজিটাল কমপ্যাক্ট' চালু ও গৃহীত ব্যবস্থা পরিমাপের জন্য একটি আইসিটি উন্নয়ন সূচক নির্ধারণের মতো বাস্তব ব্যাপক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে স্বল্পোন্নত দেশে বিষয়ভিত্তিক কর্মী তৈরি

ও প্রশিক্ষণ দান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষাক্রম সংশোধন, বিশ্বের সকল ভাষা ব্যবহারের সুবিধার্থে কারিগরি সফটঅয়ার ও হার্ডঅয়ার গড়ে তোলা।

এসব কাজের পরিমাপ কিভাবে করা হবে?

খসড়া কর্মপরিকল্পনার জন্য নিম্নবর্ণিত পরিমাপক প্রস্তাব করা হয়েছে :

- ২০১৫ সালের মধ্যে সমাজের সুযোগের পর্যায় নির্ধারিত করে ২০১০ সালের মধ্যে সকল গ্রাম সংযোগের আওতায় আনা হবে।
- ২০০৫ সালের মধ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০ সালের মধ্যে সকল মাধ্যমিক স্কুল ও ২০১৫ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক স্কুলকে সংযোগের আওতায় আনা হবে।
- ২০০৫ সালের মধ্যে সকল হাসপাতাল ও ২০১০ সালের মধ্যে সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংযোগের আওতায় আনা হবে।
- ২০১০ সালের মধ্যে বিশ্বের শতকরা ৯০ ভাগ লোক এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শতকরা একশ' ভাগ বিশ্ববাসী অয়ারলেস সুবিধার আওতায় আসবে।
- ২০০৫ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দফতর এবং ২০১০ সালের মধ্যে স্থানীয় সরকারের সকল দফতরের ওয়েবসাইট ও ই-মেইল ঠিকানা থাকবে।

ফলাফল

শীর্ষ সম্মেলন বিশ্ব সমাজের জন্য এমন এক যুগে আমাদের অভিন্ন ভাগ্যকে প্রতিফলিত, তা নিয়ে আলোচনা ও তাকে একটা আকৃতিদানের অনবদ্য সুযোগ নিয়ে এসেছে, যখন দেশ ও মানুষ পরস্পরের সঙ্গে এমন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যা আগে কখনো ছিল না। শীর্ষ সম্মেলন থেকে যে ফলাফল পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হয়েছে তা হলো রাজনৈতিক ইচ্ছের একটা সুস্পষ্ট বিবৃতি এবং তথ্য সমাজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি বাস্তব কর্মপরিকল্পনা গড়ে তোলা, পাশাপাশি সব ধরনের স্বার্থেরও প্রতিফলন থাকবে। এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের আওতা ও প্রকৃতির জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে যে সহযোগিতাদানের আহ্বান আগামী মাসগুলোতে জানানো হবে।

প্রস্তুতি প্রক্রিয়া

২০০৩ সালের ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর জেনেভায় শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম পর্যায় হবে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক উপকরণের ফলশ্রুতি, যার মধ্যে পূর্ববর্তী বৈঠকসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগীর বিদ্যমান কর্মপরিকল্পনা ও সম্মেলন প্রস্তুতি-কমিটি (প্রিপকম)-এর উপকরণ। একটি নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনার জন্য প্রতিপাদ্যভিত্তিক ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ দুশ্চিন্তার বিষয়, প্রয়োজন ও বিভিন্ন অঞ্চলের অগ্রাধিকারগুলো বিবেচনার জন্য আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তুতি কমিটির বৈঠকগুলোতে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধিসহ সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিনিধিরা যোগদান করবেন।

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালন উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এএসএম ফায়েজ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। (নিচের ছবি)

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে আধূনিক, কোয়ালিশন এগেইনেস্ট টোবাকো ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র তামাক বিরোধী এক স্বাক্ষরতা অভিযান শুরু করেছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযানের উদ্বোধন করে।

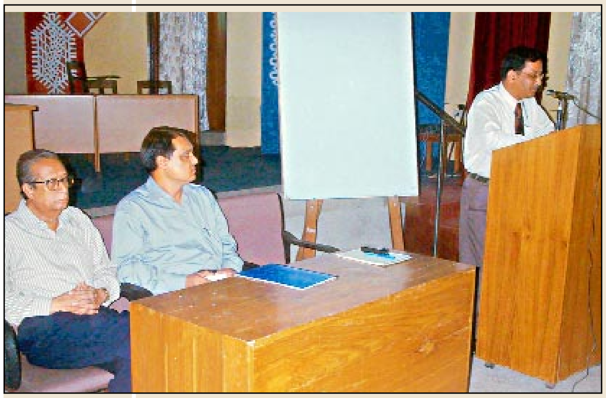

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কলেজ শিক্ষকদের জন্য জাতিসংঘ সম্পর্কিত এক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করে। নায়েমে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৬৯ নং বুনিয়াদি কোর্সের প্রায় একশ' কলেজ শিক্ষক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নায়েমের কোর্স ডিরেক্টর ড. সিরাজউদ্দিন আহমেদ।

বছরে আঘাতজনিত প্রাণহানি ৫০ লাখের বেশি

আঘাতে ৫টি মৃত্যুর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় ১টি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লুএইচও) দুটি সাম্প্রতিক প্রকাশনার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে আঘাতের কারণে প্রতি বছর ৫০ লাখের বেশি প্রাণহানি ঘটে। বিশ্বে প্রতি ১০টি মৃত্যুর মধ্যে প্রায় ১টির কারণ হলো আঘাত। এছাড়া, আঘাতের কারণে বছরে লাখ লাখ লোককে জরুরি দফতরগুলোর শরণাপন্ন হতে হয়। সড়কযানের সংঘর্ষ, পানিতে পড়া বা পতনের মতো অনিচ্ছাকৃত কারণ কিংবা দৈহিক আঘাত, আত্মহত্যা বা যুদ্ধসংশ্লিষ্ট সহিংসতার মতো ইচ্ছাকৃত কারণে আঘাত–যাই হোক না কেন, সকল বয়স ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর লোকই তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দি ইনজুরি চার্টবুক এবং আঘাত : বিশ্বে রোগব্যাধির প্রধান কারণ–এই উভয় প্রকাশনায়ই আঘাতজনিত মৃত্যু ও পীড়ার ধরন ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশনা দুটিতে বিশ্বব্যাপী লোকে যেসব আঘাতের শিকার হয় এবং মৃত্যুর অন্যান্য প্রধান কারণের সঙ্গে আঘাতজনিত মৃত্যুর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

২০০০ সালে আঘাতজনিত কারণে যে ৫০ লাখ লোক মারা গেছে তার মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ১২ লাখ ও আত্মহত্যায় ৮ লাখ ১৫ হাজার এবং খুন হয়েছে ৫ লাখ ২০ হাজার। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রাণহানি ছাড়াও আরো লাখ লাখ লোক আঘাতজনিত ক্ষতির কুফল ভোগ করে। বয়স, লিঙ্গ, অঞ্চল ও আয়ভিত্তিক শ্রেণীর দিক থেকে এই সমস্যার গুরুত্বে বিভিন্নতা রয়েছে।

আঘাতের কারণে গুরুতর অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আঘাতের যারা শিকার হয় তাদের অনেকেই প্রধান উপার্জনকারী। বিশ্বে যাদের আঘাতজনিত মৃত্যু হয় তাদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই হলো ১৪ থেকে ৪৪ বছর বয়সী লোক। বস্তুতপক্ষে ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী লোকদের মৃত্যুর ১৫টি প্রধান কারণের মধ্যে ৭টিই হলো আঘাত-সংশ্লিষ্ট, এগুলো হলো সড়ক দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, আত্মহত্যা, খুন, যুদ্ধ, পানিতে ডুবা, বিষাক্ততা ও আগুনে পোড়া।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. গ্রো হারলেম ব্রান্ডটল্যান্ড বলেছেন : 'যারা মৃত্যু বা প্রতিবন্ধিত্বের শিকার হয় তা তাদের জন্য, তাদের পরিবারের জন্য ও অন্যান্য নির্ভরশীলের জন্য গুরুতর পরিণতি ডেকে আনে। আঘাত ও সহিংসতার যারা শিকার হয় তাদের উৎপাদনশীলতার ক্ষতি ছাড়াও অস্ত্রোপচার, দীর্ঘকাল হাসপাতালে থাকা ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যয়ের অঙ্ক নিরেট অর্থনৈতিক নিরিখে বছরে হাজার হাজার কোটি ডলার। সড়ক দুর্ঘটনা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সহিংসতা, যুদ্ধ ও সংঘাত বা নিজেই নিজের ক্ষতি করাসহ আঘাতজনিত মৃত্যুরোধের প্রচেষ্টা আমাদের বহুগুণে বাড়াতে হবে।'

লিঙ্গভিত্তিক ও আঞ্চলিক ব্যবধান

বিশ্বে আঘাতের কারণে যারা মারা যায় তাদের মধ্যে নারীর চেয়ে পুরুষের হার দ্বিগুণ। সড়ক দুর্ঘটনায় নারীর চেয়ে পুরুষ মারা পড়ে তিনগুণ বেশি। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নারীর চেয়ে পুরুষ খুন হয় তিনগুণ বেশি। তবে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও এশিয়া অঞ্চলে নারীর আত্মহত্যা ও আগুনে পোড়ার হার বেশি।

আঘাতজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। আফ্রিকা ও এশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা, আগুনে পোড়া ও পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার বেশি, পশ্চিম ইউরোপে পতনজনিত মৃত্যুর হার বেশি। আফ্রিকা ও আমেরিকায় নরহত্যার হার আত্মহত্যার চেয়ে তিনগুণ বেশি। অপরদিকে ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নরহত্যার চেয়ে আত্মহত্যার হার দ্বিগুণের বেশি।

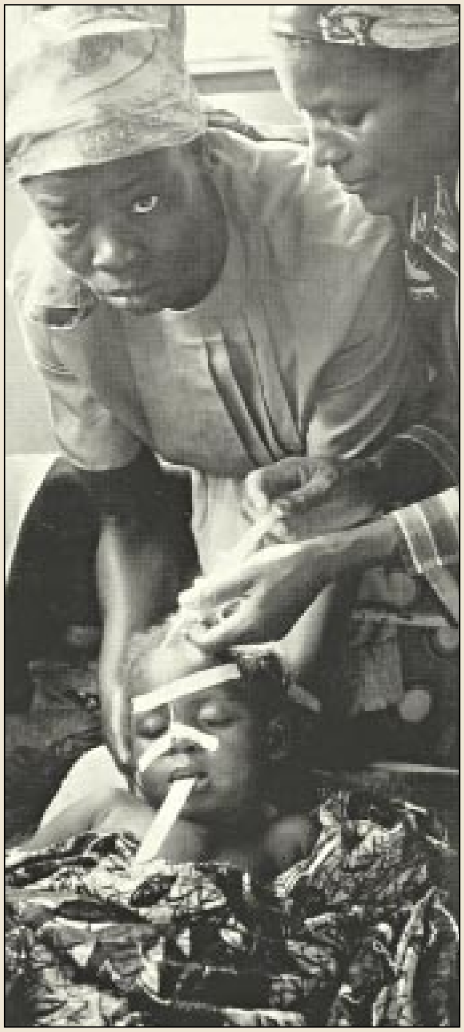

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে আঘাতজনিত শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ঘটে দরিদ্র দেশগুলোতে। আঘাতজনিত শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ঘটে দরিদ্র দেশগুলোতে। ইউরোপের নব্য স্বাধীন দেশগুলোতে আঘাতজনিত মৃত্যুর সার্বিক হার সর্বোচ্চ হলেও উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া/নিউজিল্যান্ডে আঘাতজনিত সার্বিক মৃত্যু হার সর্বনিম্ন।

বিগত দশকগুলোতে আঘাত সম্পর্কে

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অর্জিত হয়েছে। আর তা হলো, আঘাত অনিবার্য নয়, বরং তা প্রতিরোধ করা সম্ভব। ইতোমধ্যে অনেকগুলো কৌশলই কার্যকর বলে দেখা গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মোটরগাড়িতে ভ্রমণকালে সিটবেল্ট বাঁধা, মোটর সাইকেল চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার, পথচারীদের রক্ষার জন্য যানবাহন চালানো নিয়ন্ত্রিত করা, মাতাল অবস্থায় বা দ্রুত বেগে গাড়ি চালানো বন্ধে নীতি বলবৎ করা, অপব্যবহার রোধে বাবা-মা'র প্রশিক্ষণ ও বাড়ি পরিদর্শন, কাজের বা খেলাধুলার সময় রক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার, আলাদা ও তালা লাগানোর ব্যবস্থা সংবলিত স্থানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা, অগ্নি প্রতিরোধক পোশাক পরিধান ও বিষাক্ততা রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। এসব ব্যবস্থায় আঘাতের হার হ্রাস পায় বলে দেখা গেছে।

আঘাতের ধরন	২০০০ সালে আঘাতজনিত মৃত্যু
সড়ক দুর্ঘটনা	১২,৬০,০০০
আত্মহত্যা	৮,১৫,০০০
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সহিংসতা	৫,২০,০০০
পানিতে পড়া	৪,৫০,০০০
বিষাক্ততা	৩,১৫,০০০
যুদ্ধ ও সংঘাত	৩,১০,০০০
পতন	২,৮৩,০০০
আগুনে পোড়া	২,৩৮,০০০

এসব বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা এবং আঘাত ও সহিংসতারোধে বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান কৌশলগুলোর গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক প্রমাণ তুলে ধরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আঘাত ও সহিংসতার ব্যাপারে সাড়াদান বৃদ্ধি করেছে। সংস্থা গবেষণা, প্রতিরোধ ও আঘাতের ক্ষতিগ্রস্তদের সেবার ক্ষেত্রে বিশদ নির্দেশনা গড়ে তোলার ব্যাপারে সদস্য দেশ ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশে দুর্যোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাসে যুক্তরাজ্যের সাহায্য

বাংলাদেশের মানুষের ওপর প্রকৃতি ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লাঘবে সরকার ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'ব্যাপক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির' জন্য যুক্তরাজ্য ৮.১০৪ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে। এ কর্মসূচির কাজ ২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, বন্যা ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘন-ঘন হয়। ইউএনডিপির জরুরি অবস্থাকালীন সাড়াদান বিভাগের হিসেবে, ১৯৭০ থেকে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে ১৭০টির বেশি বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে, যার ফলে দেশটি বিশ্বের সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর পর্যায়ে চলে গেছে। এসব দুর্যোগে আনুমানিক ৫ লাখ মানুষ মারা গেছে এবং ৪০ কোটির বেশি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্রুত নগরায়ন এখন নতুন ধরনের সম্ভাব্য দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে চলতি শতকের প্রথমার্ধে দেশের ইতোমধ্যেই জনবহুল ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাতজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া লাঘবের উদ্দেশ্যে গবেষণায় সহায়তাদান ও কার্যক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সাহায্যদানে সরকার/ইউএনডিপির উদ্যোগে ডিএফআইডি অবদান রাখছে। দুর্যোগজনিত জরুরি অবস্থায় উন্নত সাড়াদান এবং আরো ভালোভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও তথ্য বিনিময়ের সুবিধার্থে একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (ডিএমআইসি) স্থাপনেও ডিএফআইডি সহায়তা করবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিকল্পনা নিশ্চিত করার জন্য ১ কোটি ৪৪ লাখ ৪৪ হাজার ডলার ব্যয়সাপেক্ষ 'ব্যাপক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির' মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় জ্ঞান, জাতীয় পর্যায়ে সরকারি সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক বিশেষ জ্ঞান ও সম্পদের সমাবেশ ঘটানো হবে। ব্যাপক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সামাজিক কার্যক্রম, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি এবং জাতীয় নীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ইউএনডিপি আবাসিক প্রতিনিধি ইয়র্গান লিসনার বলেছেন, 'পরিকল্পনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সাফল্যজনকভাবে দুর্যোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লাঘব করেছে। তবে, ক্রমান্বয়ে ঝুঁকি বিদূরণ ও সমাজকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় যেতে সহায়তা দানের পরিবর্তে সাড়া প্রচেষ্টায় এখনো বহুলাংশে জরুরি ত্রাণের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।'

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো পাঁচটি উপাদানের মাধ্যমে এসব লক্ষ্য অর্জন করা। এগুলো হলো, দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে পেশাদারিত্বে পরিণত করা; উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রকল্পে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করা; জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; সমাজকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব জরুরি পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা এবং দ্রুত নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নতুন ধরনের যে দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার ঘটানো ও প্রস্তুতি নেয়া।

UNIC LIBRARY

Current Awareness Service

United Nations Information Centre (UNIC) Reference Library is a source of UN information ranging from UN main organs to programmes and specialized agencies. It provides reading facilities,ODS/ electronic searching, CD-ROM, audio-visual services, current awareness service, news clippings etc. The library remains open from 9.00am to 3 pm on all working days. The recent arrivals at the library are the following :

Economic and Social Survey for Asia and the Pacific 2003. UN ESCAP, Bangkok, 2003. xvii, 298p.

Women War and Peace: Progress of the World Women 2002; the independent experts assessment on the impact of armed conflict on women and women's role in peace building. New York, UNIFEM, 2002. ixx, 163p.

UNIC Annual Report 2002. Dhaka, United Nations Information Centre, 2002. 32p.

Declaration and Programme of Action: World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. New York, Department of Public Information, 2002. v, 145p.

Care Work; the quest for security. Geneva, International Labour Office, 2001. xviii, 261p.

New forms of Labour Administration: Actors in Development. Geneva, International Labour Office, 2002. x, 370p.

Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects: adopted by the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9-20 July 2001. New York, UN Department of Public Information, 2002. 94p.

Draft Programme and Budget 2004-2005: General Conference Thirty Second Session, UNESCO. Paris, UNESCO, 2003. xxv, 647p.

United Nations Publications Catalogue 2003. New York, UN DPI, 2003. vi, 122p.

Water for People Water for Life: the United Nations World Water Development Report; a joint report by the twenty-three UN agencies concerned with freshwater. Paris, UNESCO, 2003. xxiii, 576p.

Choices - The Human Development Magazine: Clean Water: An Agent for Change, March 2003. New York, UNDP, 2003. 31p.

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০

A Monthly News Bulletin Published by the United Nations Infromation Centre, Dhaka, Bangladesh Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org